প্রথম অধ্যায়

চার্বাক দর্শন
[The Cārvāka Philosophy]

বেদবিরোধী তিনটি নাস্তিক ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে চার্বাক দর্শন অন্যতম। মাধবাচার্য তাঁর *সর্বদর্শনসংগ্রহ* গ্রন্থে চার্বাককে 'নাস্তিক শিরোমণি' বলে উল্লেখ করেছেন। চার্বাক দর্শন জড়বাদ বা বস্তুবাদ (materialism) প্রচার করে। জড়বাদ অনুযায়ী জড়বস্তু (matter) একমাত্র সত্তা এবং প্রাণ, মন, আত্মা বা চৈতন্য জড় থেকে উদ্ভূত। ভারতীয় জড়বাদ দর্শনের মতই প্রাচীন এবং এই মতবাদ প্রাক্‌বৌদ্ধ যুগেও প্রচলিত ছিল। অধ্যাপক গার্বে (Garbe) বলেন, বিভিন্ন সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে, প্রাক্‌বৌদ্ধ ভারতেও বিশুদ্ধ জড়বাদের প্রবক্তার আবির্ভাব ঘটেছিল।[১] প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে এই মতবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের মন্ত্রসমূহে এই মতবাদের বীজ পাওয়া যায়। ভারতীয় জড়বাদের প্রবক্তা বৃহস্পতি লৌক্য বা ব্রহ্মণস্পতি জগতের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ 'প্রারম্ভে অসৎ বা অচেতন থেকেই সৎ বা চেতনের উদ্ভব হয়েছিল' ('অসতঃ সদ্ জায়ত'—ঋগ্বেদ ১০/৭২/২)। অর্থাৎ জড় (matter) হচ্ছে মূলীভূত কারণ। তা হতেই চৈতন্য উদ্ভূত। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে এই মতবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। দেখা যায়, রামায়ণে বেদ ও ধর্মাচরণের বিরোধিতা করে জাবালি রামকে বলেন ঃ 'যজ্ঞ, দান, তপস্যা—বেদে উল্লিখিত এসব ধর্মীয় আচরণের উদ্দেশ্য জনসাধারণকে বশীভূত করা। যারা ধর্মাচরণ করে তারা মূর্খ। এটি সুনিশ্চিত যে, ইহলোক ছাড়া পরলোক বলে কিছু নাই। যা প্রত্যক্ষ হয় তাকেই অনুসরণ করা উচিত। যা প্রত্যক্ষের বাইরে তাকে পরিহার করা উচিত। যা বর্তমান তাকে ভোগ করা এবং যা সুখজনক নয় তাকে পরিহার করা উচিত।' এ দৃষ্টিভঙ্গি জড়বাদী। রামায়ণে জড়বাদীদের বলা হয়েছে মূর্খ যারা নিজেদের জ্ঞানী বলে মনে করে এবং মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। মহাভারতের শান্তিপর্বে এবং মনুসংহিতায় এই মতবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। মনুসংহিতায় জড়বাদীদের 'নাস্তিক' এবং 'পাষণ্ড' বলা হয়েছে। মহাভারতে দুর্যোধনের সখারূপে চার্বাক রাক্ষসের উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে চার্বাককে ব্রাহ্মণ-বিরোধী ও পাপী বলা হয়েছে এবং তাকে ব্রহ্মতেজে দগ্ধীভূত করা হয়েছে। বৌদ্ধ ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত সূত্রপিটকের মঝ্‌ঝিমনিকায়-এ জড়বাদী অজিতকেশকম্বলীর উল্লেখ পাওয়া যায়। রীজ ডেভিডস (Rhys Davids) অজিতকেশকম্বলীর মত উল্লেখ করে বলেন ঃ "মানুষ চারটি ভূতের দ্বারা গঠিত। মানুষের মৃত্যুতে পার্থিব উপাদান মৃত্তিকাতে, জলীয় উপাদান জলে, তেজের উপাদান

---

১. **Indian Philosophy**, S. Radhakrishnan, Vol. I, 1989, pp. 277-78.

তেজে বা অগ্নিতে, বায়বীয় উপাদান বায়ুতে প্রত্যাবর্তন করে বিলীন হয়; তার ইন্দ্রিয়ও আকাশে বিলীন হয়। দেহ বিনষ্ট হলে পণ্ডিত ও মূর্খ সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাদের আর কোন অস্তিত্ব থাকে না।"[২] শান্তরক্ষিত তাঁর *তত্ত্বসংগ্রহকারিকায়* কমলাশ্বতরের (খ্রিঃ পূঃ৫৫০-৫০০) মতের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতেও দেহ হতে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। কারও কারও মতে, অজিতকেশকম্বলী ও কমলাশ্বতর অভিন্ন ব্যক্তি। অজিতকেশকম্বলীর মত পায়াসিও জড়বাদের সমর্থক। কারও কারও মতে, অজিতকেশকম্বলীই চার্বাক মতের প্রথম প্রবর্তক।[৩]

জয়রাশিভট্টের (খ্রিস্টীয় ৮ম শতাব্দীর পর বা ৭ম শতাব্দীর পূর্ব) *তত্ত্বোপপ্লবসিংহ* গ্রন্থ ছাড়া চার্বাক দর্শনের আর কোন মূল গ্রন্থ পাওয়া যায় না। সুতরাং চার্বাক দর্শন সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা খুবই কঠিন। অন্যান্য ভারতীয় দর্শনের গ্রন্থ থেকেই এই দর্শন সম্পর্কে জানা যায়। প্রখ্যাত নৈয়ায়িক উদয়নাচার্যের *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি*, জয়ন্তভট্টের *ন্যায়মঞ্জরী*, সদানন্দযতির *অদ্বৈত-ব্রহ্মসিদ্ধি*, বিদ্যারণ্য মুনির *বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ* এবং অন্যান্য ভারতীয় আস্তিক দর্শনের গ্রন্থে, হিন্দু, জৈন প্রভৃতির সংস্কৃত ও পালিগ্রন্থসমূহে এবং বৌদ্ধ পালিগ্রন্থসমূহে চার্বাক দর্শন সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু ঐসব জড়বাদবিরোধী গ্রন্থে চার্বাক মতবাদ খণ্ডনের উদ্দেশ্যেই উল্লিখিত হয়েছে। ফলে জড়বাদী মতবাদ সেখানে সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে কিনা, তা সন্দেহের বিষয়। অনেকের মতে, এসব গ্রন্থে চার্বাক দর্শনের দুর্বল দিকগুলিকেই বেশি করে তুলে ধরা হয়েছে এবং জোরাল দিকগুলি হয়ত উল্লিখিতই হয়নি। অন্যান্য ভারতীয় দর্শনে উল্লিখিত তথ্যের উপর নির্ভর করে মাধবাচার্য (চতুর্দশ খ্রিঃ) তাঁর *সর্বদর্শনসংগ্রহ* গ্রন্থে চার্বাক মতবাদ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেছেন।

'চার্বাক' বলতে সাধারণত জড়বাদীকে বোঝান হয়ে থাকে। কিন্তু 'চার্বাক' শব্দের মূল অর্থ রহস্যে আবৃত। একটি মত অনুসারে 'চার্বী' নামে এক ঋষি জড়বাদ প্রচার করেন এবং তাঁর নামানুসারে এই দর্শনকে চার্বাক দর্শন বলা হয়। কেউ কেউ বলেন, 'চার্বাক' কোন ব্যক্তির নাম নয়; 'চার্বাক' হল জড়বাদীদের সাধারণ নাম। চার্বাক বলতে তাঁদেরকেই বোঝায় যাঁরা বলেন, 'খাও, দাও, আনন্দ কর।' *ষড়দর্শনসমুচ্চয়*-এর টীকাকার গুণরত্নের মতে, পাপ, পুণ্য প্রভৃতি পরোক্ষ তত্ত্বকে চর্বণ বা নাশ করে বলে একে 'চার্বাক' বলা হয় ('চর্বন্তে পুণ্য পাপাদিকম্ বস্তু বীজম্ ইতি চার্বাকাঃ')। কেউ কেউ বলেন, বৃহস্পতির অন্য নাম চারু। যাঁরা চারু অর্থাৎ বৃহস্পতির বাক্ অর্থাৎ বাক্য অনুসরণ করে তাঁরাই চার্বাক। আবার অনেকের মতে, এই দর্শনের কথা (অর্থাৎ 'খাও, দাও, আনন্দ কর') সাধারণের কাছে চারু বা মনোরম বা শ্রুতিমধুর ছিল বলে এই দর্শনের নাম চার্বাক হয়েছে। অনেকে বৃহস্পতিকে নাস্তিক মতের প্রবর্তক বলেন (বার্হস্পত্যস্তু নাস্তিকঃ)। *সর্বদর্শনসংগ্রহ* গ্রন্থে মাধবাচার্য বৃহস্পতিকে জড়বাদের

---

২. পূর্ববৎ, পৃঃ ২৭৮।

৩. চার্বাক দর্শন, দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, পঃ বঃ পুঃ পঃ, ১৯৮৯, পৃঃ ১৩-১৪।

প্রবর্তকরূপে উল্লেখ করেছেন। তিনি চার্বাক দর্শনের পরিসমাপ্তিতে "তদেতৎ সর্বং বৃহস্পতিনাপি উক্তম" বলে ১১টি সূত্র বা শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। এই মতের ব্যাখ্যায় মাধবাচার্য বলেন ঃ (ক) কিছু কিছু বৈদিক মন্ত্র ঐতিহ্য অনুসারে বৃহস্পতির নামে উদ্দিষ্ট এবং এগুলিতে বিদ্রোহ বা স্বাধীন চিন্তার ছাপ আছে। (খ) মহাভারত এবং অন্যত্র বৃহস্পতিকে জড়বাদী কথা বলতে দেখা যায়। (গ) বিভিন্ন গ্রন্থকার বৃহস্পতির জড়বাদী চিন্তার নিদর্শন স্বরূপ প্রায় ১২টি সূত্র বা শ্লোকের উল্লেখ করেছেন।

আবার কেউ কেউ বলেন, দেবগুরু বৃহস্পতি অসুরদের বিনাশের জন্য এই জড়বাদ তাদের মধ্যে প্রচার করেছিলেন।

বৃহস্পতি কে ছিলেন, তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা না গেলেও একথা বলা যায় যে, কোন বেদবিরোধী স্বাধীন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এই বৃহস্পতি হতে পারেন।

ভারতীয় জড়বাদ বা বস্তুবাদের প্রবর্তক কে, তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও 'চার্বাক' ও 'জড়বাদ' বা 'বস্তুবাদ' সমার্থক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। চার্বাক মতকে 'লোকায়ত দর্শন' বলা হয়, যেহেতু এই মতে ইহলোক একমাত্র অস্তিত্বশীল, পরলোক বলে কিছু নাই। মাধবাচার্য *সর্বদর্শনসংগ্রহ* গ্রন্থে বলেছেন ঃ "তস্য চার্বাকমতস্য লোকায়তমিত্যন্বর্থমপরং নামধেয়ম্।" অর্থাৎ চার্বাক মতেরই অপর নাম লোকায়ত। সাধারণ লোক ইন্দ্রিয় সুখকে ও ইন্দ্রিয় সুখলাভের সহায়করূপে অর্থকে পুরুষার্থ বলে মনে করে এবং পারলৌকিক সবকিছুকে অস্বীকার করে। চার্বাক দর্শনে সাধারণ লোকের চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায় বলেও এই দর্শনের অপর নাম 'লোকায়ত'। তাই জড়বাদকে লোকায়ত মত এবং জড়বাদীকে লোকায়তিক বলা হয়। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ "ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে বস্তুবাদী দর্শনটির নজির যতই প্রাচীন হোক না কেন, তার চার্বাক নামকরণ তুলনায় অর্বাচীন। অষ্টম-নবম শতকের আগে দার্শনিক সাহিত্যে এই নামের অন্তত কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন চোখে পড়ে না।"* বৌদ্ধদার্শনিক শান্তরক্ষিতের *তত্ত্বসংগ্রহ* গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ পঞ্জিকা-তে শান্তরক্ষিতের শিষ্য কমলশীল সুস্পষ্টভাবে চার্বাক নামের উল্লেখ করেছেন। প্রখ্যাত নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্ট (নবম শতক) তাঁর *ন্যায়মঞ্জরী* গ্রন্থে চরম বস্তুবাদী মতটিকে বোঝাতে একাধিকবার চার্বাক শব্দই ব্যবহার করেছেন।**

হরিভদ্রসূরি (৮০০ খ্রিঃ) তাঁর *ষড়দর্শনসমুচ্চয়* গ্রন্থে চার্বাক মত বর্ণনা করেছেন। কৃষ্ণ মিশ্র তাঁর *প্রবোধচন্দ্রোদয়* (একাদশ খ্রিঃ) নামক দার্শনিক নাটকে প্রসঙ্গক্রমে চার্বাকমতের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন ঃ "বাচস্পতি লোকায়ত শাস্ত্র প্রণয়ন করে চার্বাককে তা সমর্পণ করেন। চার্বাক শিষ্য-উপশিষ্য দ্বারা এর ব্যাপক প্রচার করেন।"[৪] এখানে উল্লেখযোগ্য যে বাচস্পতি বৃহস্পতিরই নামান্তর। কৃষ্ণমিশ্র বৃহস্পতির মত

---

* ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ১৯৮৭, পৃঃ ২১।

** পূর্ববৎ, পৃঃ ৯, ১২।

৪. চার্বাক দর্শন, দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, ১৯৮৯, পৃঃ ১৫৬।

উল্লেখ করে বলেন ঃ "লোকায়তই একমাত্র শাস্ত্র; প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ; পৃথিবী, জল, বায়ু ও তেজ হল চারটি তত্ত্ব; অর্থ এবং কাম হল মানবজীবনের লক্ষ্য বা পুরুষার্থ। ভূতচতুষ্টয় হতেই চৈতন্যের উৎপত্তি। চৈতন্য বিশিষ্ট দেহই আত্মা। পরলোক বলে কিছু নাই। মৃত্যুতেই সব কিছুর পরিসমাপ্তি; মৃত্যুই মোক্ষ।"[৫]

চতুর্দশ খ্রিস্টাব্দে মাধবাচার্য তাঁর সর্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থের প্রথমেই বৃহস্পতি মতানুসারী নাস্তিকশিরোমণি চার্বাক মতের আলোচনা করেছেন। তিনি এই মতের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন ঃ "স্বর্গ নাই, অপবর্গ বা মুক্তিও নাই, মৃত্যুর পর পরলোকে গমনকারী কোন আত্মাও নাই। বর্ণাশ্রমাদি বিহিত ক্রিয়ারও কোন ফল নাই। অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, তিন বেদ, ত্রিদণ্ড বা সন্ন্যাস ও ভস্মলেপন—এইগুলি বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি শূন্য ব্যক্তিদের জন্য বিধাতা নির্দিষ্ট জীবিকা। জ্যোতিষ্টোমাদিযজ্ঞে নিহত পশুর যদি স্বর্গলাভ হয়, তবে যজ্ঞকারী যজমান কেন তার পিতাকে হত্যা করে না? স্বর্গস্থিত পিতৃগণ যদি তাঁহাদের উদ্দেশ্যে দান হইতে তৃপ্তিলাভ করিতেন, তবে যে ব্যক্তি প্রাসাদের উপরে বসিয়া আছে তাহার উদ্দেশ্যে দান করিলেও উহা দ্বারা তাহার তৃপ্তি হইত। যতদিন বাঁচিবে সুখেই বাঁচিবে, ঋণ করিয়া ঘৃত পান করিবে। যে দেহ ভস্ম হইয়া যায় তাহা আর ফিরিয়া আসে না। যদি জীব এই দেহ হইতে নির্গত হইয়া পরলোক নামক স্থানে যায়, তবে বন্ধুজনের স্নেহে আকুল হইয়া কেন আবার ফিরিয়া আসে না? মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রেতকার্য—ব্রাহ্মণদের জীবিকার জন্য বিহিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া এইগুলির অন্য কোন প্রয়োজন নাই। তিন শ্রেণীর লোক বেদের রচয়িতা যথা ভণ্ড, ধূর্ত ও নিশাচর। বেদ জর্ঝরী তুর্ফরী ইত্যাদি ধূর্ত পণ্ডিতগণের বাক্য। অশ্বমেধ যজ্ঞে যজমান পত্নী অশ্বের শিশ্ন গ্রহণ করিবেন—এইরূপ বিধান ভণ্ডদের দ্বারা কথিত।"[৬]

চার্বাক জ্ঞানতত্ত্ব
(The Cārvāka Epistemology)

চার্বাক দর্শনের যৌক্তিক ভিত্তি হল তাঁদের জ্ঞানতত্ত্ব। জ্ঞানতত্ত্বে জ্ঞানের স্বরূপ, জ্ঞানের উৎস, জ্ঞানের সীমা ইত্যাদি প্রশ্ন আলোচিত হয়। যথার্থ অনুভবকে বলা হয় প্রমা। প্রমার করণকে প্রমাণ বলা হয়। অর্থাৎ প্রমা বা যথার্থ অনুভব যার দ্বারা হয়, তাই প্রমাণ। জ্ঞানতত্ত্বে চার্বাকদের সিদ্ধান্ত হল প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। প্রমাণ কয় প্রকার ও কি কি? এই প্রশ্নে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। চার্বাক ছাড়া অন্যান্য সব ভারতীয় দর্শনে অনুমানকে প্রমাণ বলে স্বীকার করা হয়েছে। বৌদ্ধ ও বৈশেষিক দর্শনে প্রত্যক্ষ ও অনুমান, সাংখ্য ও রামানুজের দর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ, ন্যায়দর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দকে প্রমাণ বলা হয়েছে। প্রাভাকর মীমাংসা দর্শনে

---

৫. পূর্ববৎ, পৃঃ ১৯।

৬. সর্বদর্শনসংগ্রহ, অনুবাদ, সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী, ১ম খণ্ড, ১৩৮৩, পৃঃ ১৭।

৭. বাচস্পতি মিশ্র বলেন, প্রত্যক্ষকে একমাত্র প্রমাণ বললে কোন ব্যক্তি অজ্ঞ, সন্দিগ্ধ বা ভ্রান্ত, তা চার্বাকের পক্ষে জানা সম্ভব হবে না। কেননা ঐ ব্যক্তির অজ্ঞান, সন্দেহ বা ভ্রান্তি প্রত্যক্ষের দ্বারা জানা যায় না।

ব্যবহার সময়ে অন্য ব্যক্তির অজ্ঞানাদিকে বুঝে বাক্য প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু তা বোঝার জন্য 'এই ব্যক্তি অজ্ঞ, যেহেতু কিছুই বলতে পারছে না' এইবাক্য প্রয়োগরূপ হেতুর দ্বারা তার অনুমান করতে হবে। শিষ্যকে শিক্ষাদানকালে শিষ্যের মুখভঙ্গি বা বাক্যভঙ্গি দেখেই গুরু তার মনোগত সংশয়, বোধ প্রভৃতি অনুমান করেন। সুতরাং অনুমান প্রমাণ অবশ্য স্বীকার্য।[৯]

এসব অসুবিধার জন্য ধূর্ত বা স্থূল চার্বাকেরা "লোকযাত্রা নির্বাহের জন্য সম্ভাবনার (probability) কথা স্বীকার করেন। তাঁরা বলেন, ধূম দেখে আগুনের সম্ভাবনামাত্র মনে উদিত হয়, নিশ্চয়তা নয়। এই সম্ভাবনার সাহায্যেই সাধারণ লোকব্যবহার চলতে পারে। সুশিক্ষিত চার্বাকেরা লোক প্রসিদ্ধ অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন, কিন্তু আত্মা, পরলোক, স্বর্গ, নরক, ঈশ্বর প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় বস্তু সাধক অনুমানের প্রামাণ্য অস্বীকার করেন।"[১০]

চার্বাক অধিবিদ্যা

চার্বাক অধিবিদ্যা, তাঁদের জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ থেকেই যৌক্তিকভাবে নিঃসৃত, বলা যায়। প্রত্যক্ষৈক প্রমাণবাদী চার্বাকেরা তাঁদের অধিবিদ্যায় অধ্যাত্মবাদের বিরোধিতা করে জড়বাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা, বেদান্ত প্রভৃতি আস্তিক ভারতীয় দর্শনে অধ্যাত্মবাদ সমর্থিত হয়েছে। তাঁরা আত্মা, পরলোক, কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ, অদৃষ্ট এবং পরম পুরুষার্থ রূপে মোক্ষকে স্বীকার করেছেন।

চার্বাকমতে, ইন্দ্রিয় বা প্রত্যক্ষই যথার্থ জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। তাই তাঁরা ইন্দ্রিয়াদির অগোচর, অপ্রত্যক্ষ কোন পদার্থই স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন—কর্মফল, পাপপুণ্য, স্বর্গ, নরক, আত্মা, পুনর্জন্ম, ঈশ্বর—এসবই প্রত্যক্ষের অগোচর। এগুলি অনুমানের বিষয়। কিন্তু চার্বাকেরা অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। তাই তাঁরা অনুমানের বিষয় স্বর্গাদির অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে আত্মা নাই, ঈশ্বর নাই, পরলোক নাই, পুনর্জন্ম নাই, কর্মফল, স্বর্গ, নরক, পাপপুণ্য নাই। এটি অধিবিদ্যা বিষয়ক চার্বাক সিদ্ধান্তের নেতিবাচক দিক। প্রত্যক্ষযোগ্য চতুর্ভূতই একমাত্র অস্তিত্বশীল পদার্থ। এটি অধিবিদ্যা বিষয়ক চার্বাক সিদ্ধান্তের ইতিবাচক দিক।

জগৎ

চার্বাকমতে, পৃথিবী (ক্ষিতি), জল (অপ্), অগ্নি (তেজ) ও বায়ু (মরুৎ)—এই চারটি প্রত্যক্ষগম্য স্থূল ভূতই সৎ। আকাশকে চার্বাকেরা ভূত বলে স্বীকার করেন না। আকাশ

---

৯. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, অধ্যাপনাসহ, নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, ১ম সংস্করণ, ১৯৮২, পৃঃ ৫০-৫১; চার্বাক দর্শন, পৃঃ ১০৪।

১০. চার্বাক দর্শন, দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, পৃঃ ১০৪-০৫।

প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয় বলে অসৎ। ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ—এই চতুর্ভূত একমাত্র সত্তা। এই চতুর্ভূতের স্থূল, প্রত্যক্ষযোগ্য পরমাণু সমূহের মিশ্রণ থেকেই সব জাগতিক বস্তুর (জড় ও চেতন) উৎপত্তি হয়। এই মতবাদ জড়বাদ। তাই চার্বাকেরা জড়বাদী বলে পরিচিত।

ঈশ্বর

চার্বাকেরা বলেন, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা অপ্রয়োজনীয়। জড় চতুর্ভূত থেকেই জগতের উদ্ভব। জগতের কোন স্রষ্টার কল্পনা অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু প্রশ্ন হল ঃ জড় উপাদান থেকে কি স্বতঃই জগতের উদ্ভব হতে পারে? আমরা দেখি যে, ঘট প্রভৃতি বস্তুর উৎপত্তির জন্য মৃত্তিকারূপ উপাদান ছাড়াও নিমিত্ত কারণ কুম্ভকারের প্রয়োজন হয়। চেতনকর্তা কুম্ভকারের দ্বারা মৃত্তিকা থেকে ঘট উৎপন্ন হয়। সুতরাং চতুর্ভূত থেকে জগতের উৎপত্তির জন্য নিমিত্ত কারণরূপে একজন চেতনকর্তা স্বীকার করা আবশ্যক।

এর উত্তরে চার্বাকেরা বলেন, জগৎরূপ কার্যের উৎপত্তি কোন সচেতন কর্তা ঈশ্বরের বা কার্য-কারণ সম্বন্ধের অপেক্ষা রাখে না। কার্য-কারণ সম্বন্ধ ব্যতিক্রমহীন নয়। তাঁদের মতে কোন স্থলে কার্যের উৎপত্তি এবং কোন স্থলে কার্যের অনুৎপত্তি আকস্মিকভাবে বস্তুর স্বভাব হতেই উৎপন্ন হতে পারে। জগতের উৎপত্তিও বস্তুস্বভাব নিয়মের সাহায্যেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এর জন্য ঈশ্বররূপ সচেতন কর্তার অস্তিত্ব স্বীকার অপ্রয়োজনীয়। ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ—এই চতুর্ভূতের সংমিশ্রণ থেকেই জগৎ ও জাগতিক সব বস্তুর উৎপত্তি হয়। চতুর্ভূত থেকে জগৎ সৃষ্টির ব্যাপারে ঈশ্বররূপ নিমিত্ত কারণ স্বীকারের প্রয়োজন নাই। চতুর্ভূতের প্রত্যেকটির নিজস্ব স্বভাব আছে। চতুর্ভূতের অন্তর্ভূত স্বভাব ও নিয়মের দ্বারাই তারা পরস্পরের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে জগৎ ও জাগতিক বস্তু উৎপন্ন করে। এরজন্য ঈশ্বর স্বীকার অপ্রয়োজনীয়। এই মতবাদ স্বভাববাদ। "পদার্থসমূহের প্রতিনিয়ত শক্তিই স্বভাব পদবাচ্য—স্বভাবঃ পদার্থানাং প্রতিনিয়তশক্তিঃ। এই স্বভাব হতেই জগদ্‌বৈচিত্র্যের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় (স্বভাবো জগতঃকারণম্)। স্বভাব নিয়মেই ভূত চতুষ্টয়ের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল পরমাণু হতে চৈতন্যের উৎপত্তি। স্বভাব নিয়মেই জড় চৈতন্যময় এই জগদ্‌বৈচিত্র্যের উদ্ভব।"[১১]

চার্বাকমতে, রাজাই পরমেশ্বর; তার উপরে ইন্দ্রাদি দেবতা বলে কেউ নাই। লোকসিদ্ধ রাজাই পরমেশ্বর—এটাই চার্বাক সিদ্ধান্ত।

প্রশ্ন হতে পারে ঃ স্বভাবের কারণ কি? এর উত্তরে চার্বাকেরা বলেন, স্বভাবের নিয়ামক কোন কারণ নাই। একদল চার্বাক বলেন, স্বভাব অন্য সবকিছুর কারণ হলেও,

---

১১. চার্বাক দর্শন, দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, ১৯৮৯, পৃঃ ১১১-১১২।

স্বভাবের কোন কারণ নাই। অন্য চার্বাকেরা স্বভাবকেও কারণ বলে স্বীকার করেন না। তাঁদের যদৃচ্ছাবাদী বলা যায়। যদৃচ্ছাবাদ অনুযায়ী জগতে কোন কার্য-কারণ নিয়ম কাজ করছে না। যাঁরা স্বভাবকে কারণ বলেন তাঁদের মতে স্বভাবের জন্য মৃত্তিকা হতে ঘট হয়, সূত্র হতে তা উৎপন্ন হয় না। কিন্তু যাঁরা স্বভাবকে কারণ বলেন না তাঁদের মতে বস্তুর উৎপত্তি আকস্মিক (mere chance or accidental)।

আত্মা

চার্বাক দার্শনিকেরা দেহাত্মবাদ স্বীকার করেন। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা, বেদান্ত, জৈন প্রভৃতি অধ্যাত্মবাদী ভারতীয় দার্শনিকদের মত চার্বাকেরা দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। চার্বাকেরা বলেন, চৈতন্যের আধাররূপে আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং ঐরূপ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা অযৌক্তিক। অধ্যাত্মবাদী ভারতীয় দার্শনিকদের মতে আত্মা দেহ, মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি থেকে ভিন্ন এক স্বতন্ত্র সত্তা। আত্মা দেহে আশ্রিত হলেও দেহ থেকে ভিন্ন একটি সত্তা। দেহ জড়, কিন্তু আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন এক অজড় বা চেতন সত্তা। দেহ অনিত্য হলেও আত্মা নিত্য। আত্মা উৎপত্তি ও বিনাশহীন। শরীর বিনষ্ট হলেও আত্মা বিনষ্ট হয় না ('ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে')। বৌদ্ধ ছাড়া সব অধ্যাত্মবাদী ভারতীয় দর্শনে আত্মাকে নিত্য, শাশ্বত সত্তা বলা হয়েছে।

চার্বাকেরা এই মতের বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের মতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই চতুর্ভূত সব বস্তুর মূল উপাদান। চতুর্ভূত তাদের স্বভাবশতই কিংবা যদৃচ্ছ মিলিত হয়। এই চতুর্ভূতের সংমিশ্রণে যখন দেহ উৎপন্ন হয় তখন চৈতন্যেরও উৎপত্তি হয়। এই চৈতন্য দেহেরই ধর্ম, আত্মার ধর্ম নয়। চৈতন্য বিশিষ্ট দেহই আত্মা।

প্রশ্ন হতে পারে ঃ জগতের তথা মনুষ্যদেহের মূল উপাদান এই চারটি ভূতে পৃথকভাবে চৈতন্য থাকে না। তারা জড় বা অচেতন। তাহলে চতুর্ভূত থেকে চৈতন্যের উৎপত্তি কীরূপে হয়? চার্বাকেরা এর উত্তরে বলেন, পান, চুন কিংবা খয়ের কোনটিই পৃথকভাবে লাল না হলেও এদের একত্রে চর্বণ করলে যেমন—লালবর্ণের উৎপত্তি হয়, কিণ্ব বা বৃক্ষ বিশেষের নির্যাস ইত্যাদির বিকার বা পরিণাম হতে যেমন মাদকতাশক্তির উৎপত্তি হয়, সেরূপ ভূতচতুষ্টয় বিকারগ্রস্ত বা পরিণত হলে চৈতন্য গুণ উৎপন্ন হয় ('কিণ্বাদিভ্যোম-দশক্তিবৎ চৈতন্যম্ উপজায়তে')। কোন অজড় বা আধ্যাত্মিক সত্তা চৈতন্যের আধার হতে পারে না। চৈতন্য কেবল জীবদেহেই প্রত্যক্ষ করা যায়। সুতরাং চার্বাক মতে চৈতন্যের আধাররূপে আত্মার সত্তা স্বীকার করা অযৌক্তিক। চৈতন্য দেহে থাকে, তা দেহেরই ধর্ম। এই মতবাদই 'দেহাত্মবাদ'। এই মতবাদই 'ভূতচৈতন্যবাদ'।

চার্বাকমতে দেহাতিরিক্ত আত্মা কোন স্থলেই প্রত্যক্ষ করা যায় না। চৈতন্য দেহের উপর নির্ভরশীল। যেখানে চৈতন্য দেখা যায় সেখানেই তা দেহের অন্তর্গত; আবার যেখানে দেহ নাই, সেখানে চৈতন্যও নাই। এরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেকের সাহায্যে বোঝা যায় যে চৈতন্য দেহের ধর্ম। মৃত্যুকালে দেহের বিনাশ ঘটলে চৈতন্যও বিলুপ্ত হয়। দেহের

বিনাশে চৈতন্যের অবস্থিতি অসম্ভব। একটি প্রদীপের অগ্নি ও তার আলোর মধ্যে অগ্নি যতক্ষণ থাকে, আলোও ঠিক ততক্ষণই থাকে। অগ্নি না থাকলে আলোও থাকে না। তেমনি যতক্ষণ দেহ থাকে, ততক্ষণ চৈতন্য থাকে; দেহ বিনষ্ট হলে চৈতন্য থাকে না। তাই চার্বাকেরা বলেন, চৈতন্য দেহের গুণ বা ধর্ম।[১২]

চার্বাকমতে দেহ ও আত্মা অভিন্ন। তাঁরা বলেন, আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি সুস্থ, আমি যুবা—এরূপ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি আমাদের হয়। আমি বা আত্মা দেহ ভিন্ন হলে 'আমি স্থূল, আমি কৃশ' এসব উক্তির কোন অর্থই হয় না। দেহই স্থূল বা কৃশ হয়। সুতরাং 'আমি স্থূল, আমি কৃশ' এরূপ উপলব্ধিতে আমি বা আত্মা বলতে দেহকেই বুঝতে হবে। চার্বাকেরা বলেন 'আমার দেহ' এরূপ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কখনও কখনও হলেও বলা যায় না যে দেহ ও আত্মা ভিন্ন। এটি 'রাহুর মস্তক' এরূপ উক্তির মত আলংকারিক ও গৌণ। 'রাহুর মস্তক' বললে কথার কৌশলে তারা ভিন্ন বলে মনে হলেও যেমন রাহু ও মস্তক অভিন্ন বলে মনে করা হয়, তেমনি 'আমার দেহ' এরূপ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও আমি বা আত্মা ও দেহকে অভিন্ন বলেই গ্রহণ করা হয়। তাই চার্বাকেরা সিদ্ধান্ত করেন—দেহই আত্মা। দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বে কোন প্রমাণ নাই ('দেহাতিরিক্ত আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ')[১৩] দেহাতিরিক্ত নিত্য আত্মা না থাকায় চার্বাকেরা পুনর্জন্ম বা জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন না। দেহের বিনাশে আত্মা বিনষ্ট হয়। ইহলোক একমাত্র অস্তিত্বশীল। পরলোক বলে কিছু নাই ('ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ')।

ধূর্ত চার্বাকেরা স্থূল দেহকেই আত্মার সঙ্গে অভিন্ন মনে করতেন। কিন্তু চার্বাকদের অপর সম্প্রদায়, যাঁরা 'সুশিক্ষিত চার্বাক' বলে পরিচিত, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনকেও আত্মা বলে স্বীকার করে অধ্যাত্মবাদের দিকে কিছুটা অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু লক্ষণীয় যে, চার্বাক মতে চতুর্ভূতের সংমিশ্রণে উৎপন্ন দেহের অতিরিক্ত কিছুই নাই। সুশিক্ষিত চার্বাকেরা ইন্দ্রিয়, প্রাণ বা মনকে আত্মা বললেও এদের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেননি। তাঁরাও মনে করেন—ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন দেহাশ্রিত। তাই এ মতেও দেহ নাই, কিন্তু ইন্দ্রিয়, প্রাণ বা মন আছে, তা কল্পনাতীত। "সুতরাং সুশিক্ষিত চার্বাকদের মতেও দেহই আত্মা; দেহাতিরিক্ত আত্মা আকাশকুসুমের মত, অলীক ও অবাস্তব।"[১৪]

এখানে উল্লেখযোগ্য যে ভারতীয় অন্যান্য দর্শনে চার্বাকদেহাত্মবাদ তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছে। তাঁরা নানা যুক্তি দিয়ে এই মতবাদ খণ্ডন করে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন।

চৈতন্যের আধাররূপে আত্মার অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য। চৈতন্য দেহের ধর্ম হতে পারে

---

১২. চার্বাক দর্শন, দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, ১৯৮৯, পৃঃ ১২৪।

১৩. পূর্ববৎ, পৃঃ ১২৪-২৫।

১৪. চার্বাক দর্শন, দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, ১৯৮৯, পৃঃ ১৩৪-৩৫।

না। চৈতন্য দেহের ধর্ম হলে তা হবে দেহের আবশ্যিক অথবা আগন্তুক ধর্ম। কিন্তু চৈতন্য দেহের আবশ্যিক ধর্ম হতে পারে না। কেননা তা হলে চৈতন্য ও দেহ অবিচ্ছেদ্য অর্থাৎ দেহ যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ চৈতন্য তাতে থাকে—একথা স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এরূপ দেখা যায় না। প্রাণহীন দেহে চৈতন্য থাকে না, সুষুপ্তিকালে দেহ থাকলেও চৈতন্য থাকে না। আবার কখনও কখনও চৈতন্য থাকে, কিন্তু দেহ থাকে না। যেমন, কোন ব্যক্তি স্বপ্নকালীন অবস্থা থেকে উত্থিত হলে তার স্বপ্নকালীন চেতনা থাকলেও স্বপ্নে দৃষ্ট দেহ থাকে না।

আবার চৈতন্য দেহের আগন্তুক ধর্ম, তাও বলা যায় না। কেননা সেক্ষেত্রে একথা বলতে হয় যে, চৈতন্য অন্যকিছুর সাহায্যে দেহে উৎপন্ন হয়। ফলে চৈতন্য কেবলমাত্র দেহেরই ধর্ম, একথা বলা যায় না।[১৫]

দেহের আকার বা বর্ণ যখন একজনের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, তখন তা অন্যের দ্বারাও প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। কিন্তু চিন্তা, অনুভূতি, স্মৃতি প্রভৃতি একজন ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপার, যা সেই' ব্যক্তি সাক্ষাৎভাবে জানে এবং অন্যেরা তা সেভাবে জানতে পারে না। এই পার্থক্য এটিই সূচিত করে যে, চৈতন্য দেহের ধর্ম হতে পারে না। সুতরাং একথা স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত যে চৈতন্য আত্মার ধর্ম অথবা চৈতন্য একটি স্বতন্ত্র সত্তা যা দেহের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।[১৬]

শঙ্করাচার্য বলেন, দেহ উৎপন্ন হয়, বিনষ্ট হয়, অল্প সময় বর্তমান থাকে, বিভিন্ন পরিণাম প্রাপ্ত হয়, বিকারগ্রস্ত হয়, দৃষ্ট হয় এবং জড়স্বভাব। সুতরাং জড় দেহ কখনই চৈতন্য স্বরূপ আত্মা নয়; আত্মা দেহ হতে সর্বতোভাবে ভিন্ন। দেহ কখনও আত্মা হতে পারে না। আত্মা দেহাদির অধীন নয়, কিন্তু দেহাদির পরিচালক। অজ্ঞ ব্যক্তিরাই 'আমি দেহ' এরূপ মনে করে। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি সর্বদা 'আমি শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্ম' এরূপ অনুভব করে থাকেন।[১৭]

চার্বাক দেহাত্মবাদ স্বীকার করলে স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞা ব্যাখ্যা করা যায় না। দেহই আত্মা হলে বাল্যকালে অনুভূত বিষয়ের যৌবনে স্মরণ হবে না। বাল্যকালের শরীর যৌবনকালে থাকে না। শরীর পরিবর্তনশীল। কিন্তু অনুভব ও স্মরণক্রিয়ার কর্তা অভিন্ন না হলে স্মরণ হতে পারে না। অথচ সকলেই বাল্যকালের বিষয় যৌবনে স্মরণ করে থাকে। শরীর কর্তা হলে এরূপ স্মরণ সম্ভব হয় না। স্মৃতির ব্যাখ্যার জন্য শারীরাতিরিক্ত এক অভিন্ন সত্তা অবশ্য স্বীকার্য। ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল দেহ আত্মা হতে পারে না। সুতরাং দেহাতিরিক্ত নিত্য আত্মা অবশ্য স্বীকার্য।[১৮]

---

১৫. Outlines of Indian Philosophy, M. Hiriyanna, 1968, p. 102.

১৬. পূর্ববৎ, পৃঃ ১৯৩।

১৭. বিবেকচূড়ামণি, শঙ্করাচার্য, পৃঃ ১৫৫-১৫৯।

১৮. ভাষাপরিচ্ছেদ, পঞ্চানন শাস্ত্রী, ১৩৬৯, পৃঃ ২১৬।

পূর্বে দৃষ্ট পদার্থের পুনরায় প্রত্যক্ষগোচর হলে পূর্বের প্রত্যক্ষজন্য সংস্কার উদ্বুদ্ধ হওয়ায় ঐ সংস্কার ও প্রত্যক্ষজনক সামগ্রীর দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে। প্রত্যভিজ্ঞার জন্য স্মরণ প্রয়োজন। সুতরাং একটি অভিন্ন সত্তা স্বীকার না করলে প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভব হবে না।

নৈয়ায়িকেরা বলেন, শরীর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের কর্তা নয়, কেননা শরীরের চৈতন্য নাই। শরীর অচেতন বলে কর্তা হতে পারে না, কারণ চেতনই কর্তা হয়। সুতরাং দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য।[১৯]

চার্বাক দেহাত্মবাদ স্বীকার করলে কর্মবাদ ব্যাখ্যা করা যায় না। কর্মবাদ বলে ঃ প্রত্যেক মানুষ তার কৃতকর্মের শুভ-অশুভ ফল ভোগ করবে। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল দেহ আত্মা বা কর্মের কর্তা হলে তা সিদ্ধ হতে পারে না। সুতরাং-দেহাতিরিক্ত আত্মা অবশ্য স্বীকার্য।[২০]

চার্বাক নীতিবিদ্যা
(The Cārvāka Ethics)

চার্বাক অধিবিদ্যায় জড়বাদ বা বস্তুবাদ (materialism) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চার্বাক সমর্থিত জড়বাদ স্বীকার করলে সুখবাদী নৈতিকতা স্বীকার করতে হয়। চার্বাকমতে দেহাতিরিক্ত আত্মা বলে কিছু নেই। দেহই আত্মা। দেহাতিরিক্ত আত্মা, ঈশ্বর, পরলোক, অদৃষ্ট প্রভৃতি সেখানে অস্বীকৃত হয়েছে। তাই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারটি পুরুষার্থের মধ্যে চার্বাকেরা কাম অর্থাৎ সুখকে পরমপুরুষার্থ বলেছেন।

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারটি পুরুষার্থের উল্লেখ ভারতীয় শাস্ত্রে পাওয়া যায়। এই চারটিকে চতুর্বর্গ বলা হয়। কিন্তু চার্বাকমতে কামই পরমপুরুষার্থ। তাঁরা সুখকে পরমপুরুষার্থ এবং সুখলাভ সহায়ক অর্থকে গৌণ পুরুষার্থ বলেছেন ('অর্থকামৌ পুরুষার্থঃ'। অঙ্গনার আলিঙ্গন হতে উৎপন্ন যে সুখ, তাই জীবনের পরম লক্ষ্য। সুখই মানুষের কাম্য হওয়া উচিত ('কাম এবৈকঃ পুরুষার্থঃ')। চার্বাকদের এই নৈতিক মতবাদ 'সুখবাদ' ('hedonism') এবং চার্বাকেরা 'সুখবাদী' ('hedonist') বলে পরিচিত। এটিই চার্বাকদের নীতিবিদ্যা বিষয়ক সিদ্ধান্তের ইতিবাচক দিক।

চার্বাকদের সুখবাদী নৈতিকতা তাঁদের আধিবিদ্যক মতবাদের যৌক্তিক পরিণতি বলা যায়। প্রত্যক্ষৈক প্রমাণবাদী চার্বাকমতে দেহাতিরিক্ত আত্মা বলে কিছু নাই; ঈশ্বর অস্তিত্বহীন, ইহলোকই সত্য, পরলোক বলে কিছু নাই। মৃত্যুতেই জীবনের পরিসমাপ্তি। 'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ নাস্তি মৃত্যোঃ অগোচরঃ'। অর্থাৎ যতদিন বাঁচবে, সুখেই

---

১৯. ভাষাপরিচ্ছেদ।

২০. চার্বাক দর্শন, দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, পৃঃ ১২৮।

বাঁচার চেষ্টা করবে, কারণ মৃত্যুকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না (সর্বদর্শন সংগ্রহ)। মৃত্যুই অপবর্গ বা মুক্তি ('মরণমেব অপবর্গঃ')। "মৃত্যু কোন অমঙ্গল নয়—মৃতের পক্ষেও নয়, জীবিতের পক্ষেও নয়। মৃতের কোন অনুভূতি থাকে না, জীবিতের কাছে মৃত্যু উপস্থিত হয় না"।* তাই চার্বাকেরা বলেন, মৃত্যুভয়ে ভীত না হয়ে জীবনকে উপভোগ করাই বুদ্ধিমান মানুষের উচিত। দৈহিক সুখ, ইহলৌকিক সুখই জীবনের পরমলক্ষ্য বা পরমপুরুষার্থ। তাই ধর্মাচরণ অপ্রয়োজনীয়। পাপ পুণ্য বলে কিছু নাই। শাস্ত্রে যে পাপ পুণ্যের পার্থক্য করা হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বেদাদি শাস্ত্রের রচয়িতারা ভণ্ড, ধূর্ত ও নিশাচর। তাঁরা জীবিকা নির্বাহের জন্য এসব শাস্ত্র রচনা করেছেন।

চার্বাক মতে মোক্ষ বা মুক্তি পুরুষার্থ হতে পারে না। মুক্তি বলতে যদি আত্মার মুক্তি বোঝায়, তাহলে তা অসম্ভব, যেহেতু দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই। আবার মুক্তি বলতে যদি দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকে বোঝায়, তাহলে তা অসম্ভব। তাই তাঁরা বলেন, কাম বা সুখই পুরুষার্থ ('কাম এবৈকঃ পুরুষার্থঃ')। তাঁরা বলেন, সুখ ক্ষণিক, সুখ-দুঃখের তুলনায় অল্প, সুখ-দুঃখ মিশ্রিত। তবু ভোগজন্য সুখকে উপেক্ষা করা সমীচীন নয়। অতীত আমার নয়। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। বর্তমানই সত্য। তাই দুঃখ মিশ্রিত হলেও বর্তমানে যে সুখ পাওয়া যায় তা লাভের জন্য চেষ্টা করা উচিত। আগামীকাল ময়ূর পাওয়ার আশায় আজকে পাওয়া কপোতকে পরিত্যাগ করা উচিত নয়। তাই যথেচ্ছ ভোগের দ্বারা বর্তমানকে সার্থক করাই মানুষের উচিত (পিব, খাদচ)। তাই তাঁরা বলেন, 'মৃত্যুভয়ে ভীত না হয়ে যতদিন বাঁচ, সুখে বাঁচ; ঋণ করেও ঘি খাও; একবার দেহ বিনষ্ট হলে তার ফিরে আসার কোন সম্ভাবনাই নাই' ('যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ')। চার্বাকমতে, ইন্দ্রিয় ও দেহের উপভোগ থেকে উৎপন্ন সুখ বা দৈহিক সুখই মানুষের পরমলক্ষ্য বা পুরুষার্থ। এই মতবাদ 'স্থূল বা অসংযত সুখবাদ' ('Gross or Sensualistic Hedonism')। চরমপন্থী ধূর্ত চার্বাকেরা এই মতের সমর্থক। এই মতবাদের সঙ্গে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টিপাসের (Aristippus) মতের সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

চার্বাক প্রচারিত স্থূল সুখবাদ নানাভাবে নিন্দিত হয়েছে। পরবর্তীকালে সুশিক্ষিত চার্বাকেরা আত্মকেন্দ্রিক স্থূল দৈহিক সুখের নিন্দা করেছেন। তাঁদের মতে দৈহিক সুখ কাম্য হতে পারে না। তাঁরা বলেন, ইন্দ্রিয় সুখ বা দৈহিক সুখই কাম্য হলে তা হবে সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক। তাঁদের মতে, অনিয়ন্ত্রিত দৈহিক সুখ সুখই নয়। মানুষ কেবল পশু নয়। সুতরাং মানুষের উচিত উচ্চতর সুখ অন্বেষণ করা। দৈহিক সুখ মানুষকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না। দৈহিক সুখের আকাঙ্ক্ষার অন্ত নাই, নিবৃত্তি নাই।

---

* চার্বাক দর্শন, দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, পৃঃ ১৫০।

তাই সুশিক্ষিত চার্বাকেরা চৌষট্টি কলাবিদ্যার অনুশীলনে লভ্য মার্জিত বা সংস্কৃত সুখকে মানুষের পরমলক্ষ্য বলে স্বীকার করেছেন। মানুষ যদি তার সুখ সমূহের একাংশও অন্যকে উৎসর্গ না করে, তাহলে সামাজিক জীবনযাপন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই মতবাদ 'সূক্ষ্ম বা সংযত সুখবাদ' ('Refined Hedonism')। বাৎস্যায়ন তাঁর কামসূত্র গ্রন্থে এই ধরনের সুখবাদ প্রচার করেছেন। বাৎস্যায়নের নির্মল ও উদার সুখবাদই সুশিক্ষিত চার্বাকদের আদর্শ।* ''সুশিক্ষিত চার্বাকগণ কেবলমাত্র জৈবসুখকে সুখ বলেই স্বীকার করেন না।.....এই চার্বাকগণের মতে আচার্য বৃহস্পতিও তাঁর 'সুখমেব পুরুষার্থঃ' এই সূত্রে সুখ বলতে, বৃহত্তর সুখকে, আনন্দ বা ভূমাকে বুঝিয়েছেন। 'ভূমৈব সুখম্'। ভূমা বা আনন্দই সুখ। 'কামএবৈকঃ পুরুষার্থঃ', এই সূত্রেও তিনি 'কাম' শব্দের দ্বারা মানুষোচিত কামনাকেই বুঝিয়েছেন, জৈব আকাঙ্ক্ষাকে নয়। সুতরাং আনন্দই মানুষের পুরুষার্থ, জৈব সুখ নয়।''[২১] এই মতবাদের সঙ্গে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরাসের মতের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এপিকিউরাস মানসিক বা বৌদ্ধিক সুখকে মানুষের কাম্য বলেছেন। তাঁর মতে মানুষের কাম্য হচ্ছে আনন্দ এবং শারীরিক দুঃখ ও মানসিক অশান্তির অভাবের মধ্যেই তা নিহিত।

উপসংহার

চার্বাক জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা ও নীতিবিদ্যা আলোচনা করলে দেখা যায় যে তাঁদের নেতিবাচক সিদ্ধান্ত ইতিবাচক সিদ্ধান্তের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী ভারতীয় দার্শনিকেরা চার্বাকদের নেতিবাচক সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-যোগ, মীমাংসা-বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনে চার্বাকমতের বিরোধিতা করে বেদকে প্রমাণ বলা হয়েছে; দেহাত্মবাদের তীব্র বিরোধিতা করে আত্মাকে দেহ ভিন্ন নিত্য সত্তা বলে স্বীকার করা হয়েছে। ন্যায়দর্শনে চার্বাক মত খণ্ডন করে ঈশ্বরকে জগতের নিমিত্ত কারণ বলা হয়েছে। জড়বস্তু জগতের মূল উপাদান—এই চার্বাক সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বেদান্ত দর্শনে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্মকে জগতের অধিষ্ঠান বলা হয়েছে। চার্বাক মত খণ্ডন করে ন্যায়-বৈশেষিক প্রভৃতি অধ্যাত্মবাদী ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ, অদৃষ্ট, পরলোক স্বীকার করা হয়েছে। চার্বাক দর্শনের নৈতিক মতবাদের বিরোধিতা করে অন্যান্য সব ভারতীয় দর্শনে কামকে পরমপুরুষার্থ না বলে মোক্ষ, নির্বাণ, অপবর্গ বা কৈবল্যকেই পরমপুরুষার্থ বলা হয়েছে।

এভাবে দেখা যায়, চার্বাকদের নেতিবাচক সিদ্ধান্তের বিরোধিতা থেকে পরবর্তীকালে ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিকাশ ঘটেছে। তাই বলা যায় যে, জ্ঞানতত্ত্ব,

---

* An Introduction to Indian Philosophy, S. C. Chatterjee and D. M. Dutta, 1960, pp. 68-69.

২১. চার্বাক দর্শন, দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, পৃঃ ১৫১-১৫২

অধিবিদ্যা ও নীতিবিদ্যায় চার্বাকদের নেতিবাচক সিদ্ধান্ত তাঁদের ইতিবাচক সিদ্ধান্তের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে চার্বাক সম্প্রদায়কে সুদীর্ঘকাল থেকে বিদ্রূপ ও উপহাসের বিষয় হতে দেখা যায়। চার্বাক বা লোকায়ত সম্প্রদায়ের অনুসারীগণ প্রাচীন গ্রীক সফিস্টদের মতোই বহুনিন্দিত। কিন্তু ভারতীয় দর্শন যে চার্বাক সম্প্রদায়ের কাছে ঋণী তা অস্বীকার করা যায় না। চার্বাকেরা সংশয়বাদী। তাঁরা প্রচলিত মতবাদের বিরোধিতা করে জড়বাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সংশয়বাদ (Scepticism) বা অজ্ঞেয়বাদ (Agnosticism) স্বাধীন মনের পরিচায়ক যা কোন মতবাদকে বিচার বিবেচনা না করে গ্রহণ করতে চায় না। চার্বাক মতবাদের অস্তিত্ব একথাই প্রমাণ করে যে, প্রাচীন ভারতের দর্শনচিন্তা ছিল বহুমুখী এবং চিন্তা ও মত প্রকাশের ক্ষেত্রে তখন প্রভূত স্বাধীনতা ছিল।

সাম্প্রতিককালে আবিষ্কৃত চরমপন্থী চার্বাক দার্শনিক জয়রাশিভট্টের (প্রায় ৮০০ খ্রিস্টাব্দ) *তত্ত্বোপপ্লবসিংহ* গ্রন্থে ভারতীয় চূড়ান্ত সংশয়বাদের এক চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তিনি চার্বাকদের প্রচলিত সংশয়বাদকে চূড়ান্ত সংশয়বাদে রূপান্তরিত করতে গিয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রামাণ্যও অস্বীকার করেন এবং চতুর্ভূতের অস্তিত্বও অস্বীকার করেন। তাঁর মতে তত্ত্বোপপ্লববাদ বা সর্বপ্রমাণ-অপ্রামাণ্যবাদ বা বিতণ্ডাবাদ বৃহস্পতিরই মতবাদ। বস্তুত প্রমাণের অভাবে কোন তত্ত্বই তত্ত্ববাচ্য নয়। "সকল প্রমাণ ও তত্ত্ব খণ্ডন করে তিনি তাঁর গ্রন্থের উপসংহারে বলেন ঃ 'তদেবম্ উপপ্লুতেষু এব তত্ত্বেষু অবিচারিত রমণীয়াঃ সর্বে ব্যবহারা ঘটন্তে।' অর্থাৎ 'সর্বপ্রমাণ বা সর্বতত্ত্বই উপপ্লুত বা অযথার্থ বলে কোন ব্যবহারই যথার্থ হয় না। সর্বত্রই সংশয়, কোন বিষয়েই নিশ্চিত জ্ঞান হতে পারে না।'[২২] "সকল তত্ত্বই খণ্ডিত বা নিরস্ত বা উপপ্লুত হওয়াতে পরমতত্ত্বও অজ্ঞেয়। এই মতবাদ সংশয়বাদ বা অজ্ঞেয়বাদ।"[২৩]

---

২২. চার্বাক দর্শন, দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, ১৯৮৯, পৃঃ ৪০।

২৩. পূর্ববৎ, পৃঃ ৩৯।